Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 48 | For private circulation only | Estd.1951 | October 2024

বিশপের পত্র || আমাদের জীবন সাক্ষ্যময় হোক ||

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রিয় সভ্য – সভ্যাগণ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম পুস্তকের যিশাইয় ৪৩ অধ্যায় ১০ পদে লেখা আছে – **"সদাপ্রভু কহেন তোমরাই আমার সাক্ষী, এবং আমার মনোনীত দাস; যেন তোমরা জানিতে ও আমাতে বিশ্বাস করিতে পার, এবং বুঝিতে পার যে, আমিই তিনি; আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না"।**

পিতা ঈশ্বর আমাদের জন্য যে বাণী দিয়েছেন তা যদি বার বার আমরা পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা কে ? আমরা কারা এবং একজন খৃষ্ট বিশ্বাসী হিসাবে আমরা আমাদের জাগতিক জীবনে পিতা ঈশ্বরের জন্য কি করিতে পারি। প্রথমত : পিতা ঈশ্বর আমাদের সকল খৃষ্টবিশ্বাসীদের মহা সম্মানে সম্মানিত করেছেন, তা হচ্ছে আমরা তাঁর সাক্ষী এবং আমরা তার অত্যন্ত কাছের ও ভালোবাসার তাই আমরা মনোনীত অতএব আপনি আপনার জাগতিক জীবনের যে কোন সংকট রোগ-ব্যাধি-দূর্ঘটনা, পারিবারিক, আর্থিক সমস্যা দেখে শঙ্কিত না হয়ে বিশ্বাস করে পিতা প্রভুর কাছে ছুটে আসুন ও নিজেদের সমর্পন করুন। আর এই সকল সমস্যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য অন্যান্য দেবদেবী, ওঝা, ভুতুড়িয়া, জ্যোতিষ, তান্ত্রিকদের কাছে না গিয়ে তাদের দেওয়া তাবিজ মাদুলি জলপড়া তেলপড়া এসব ব্যবহার না করে দুটিমাত্র খৃষ্টীয় ওষুধ ব্যবহার করুন তা হচ্ছে – বিশ্বাস এবং প্রার্থনা। সংকট কাটিয়ে উঠে একজন প্রকৃত খৃষ্ট বিশ্বাসী রূপে পিতা ঈশ্বরের একজন প্রকৃত সাক্ষী হয়ে উঠুন। খৃষ্টীয় নীতি আদর্শময় জীবনযাত্রার মাধ্যমে প্রভুর কথা প্রতিবেশীদের কাছে তুলে ধরুন এবং বলুন যে প্রভু যীশু খৃষ্টই একমাত্র ত্রাণকর্তা তিনিই পারেন সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। দ্বিতীয়ত : খৃষ্টেতে প্রিয় ভাইবোনেরা প্রভু যীশু হচ্ছেন একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন তাই প্রিয় যীশুবাবাকে ভুলে না গিয়ে দিন প্রতিদিন ধরে রাখুন তাহলেই আপনি অনুভব করতে পারবেন আমাদের ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর যিনি জীবন্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর। তিনি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই। আপনাদের মঙ্গল হোক।

আপনাদের সেবক

বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী

বারাকপুর ডায়োসিস

চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয় || ডায়োসিসের উন্নয়নে সহযাত্রী হন ||

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে

সুকল্যাণ হালদার

সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটে মহিলা সম্মেলন

গত ২ তারিখে কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের পরিচালনায় ও উদ্যোগে একদিনের মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এই মহিলা সম্মেলনের অনুধ্যান ছিল "স্ত্রী লোকদের বিজ্ঞতা তাহাদের গৃহ গাঁথে" (হিতোপদেশ ১৪:১ পদ)। সমবেত সঙ্গীত ও স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মহিলা প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্মান সম্বোধনা জানানো হয় প্রেসবিটার ইনচার্জ রেভারেন্ড দীপেন্দু প্রামাণিক ও প্রধান অতিথি বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীকে। মাননীয় বিশপ মনোগ্রাহী উপদেশ দেন এবং সকলে আত্মিকভাবে তৃপ্তি লাভ করে। বিকালে এই সম্মেলন শেষ হয়।

১০৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ওয়েসলী চার্চ দমদম

গত ২রা অক্টোবর দমদম পাস্টোরেটের অন্তর্গত ওয়েসলী চার্চের ১০৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ধন্যবাদ এর উপাসনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও ডায়োসিসের সহ সভাপতি রেভারেন্ড ডেভিড রায় ও সম্পাদক শ্রী সুকল্যাণ হালদার। মাননীয় বিশপ প্রভুর ভোজের উপাসনা পরিচালনা করেন ও সুন্দর উপদেশ দিয়ে একটি চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেন। কেক কাটা হয় এবং বিশপ মশাই সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং অতিথিদের সম্মানিত করা হয়।

১৩৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস সেন্ট লুক'স চার্চ দয়াবাড়ী

গত ১৮ তারিখে রানাঘাট দয়াবাড়ী সেন্ট লুক'স চার্চের ১৩৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো মহা সমারোহে। সকালবেলায় প্রভুর ভোজের উপাসনায় মাননীয় বিশপ যোগ দেন ও প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন এবং মান্ডলিক জীবনে একটি চার্চের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন মাননীয় বিশপ। বিশেষ অতিথিদের সম্মান জানানো হয়। কেক কাটা হয় ও উপহার প্রদান করা হয় মাননীয় বিশপকে। উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভারেন্ড ডেভিড রায়, রেভারেন্ড শুভ্র মন্ডল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিডিটিএ' এর নতুন সেক্রেটারী

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ও পরিচালনায় **'বারাকপুর ডায়োসিসের ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের'** নব নিযুক্ত সেক্রেটারী রেভারেন্ড ড. সুরোজিৎ সরকারকে তার দপ্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন মাননীয় বিশপ গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে। প্রায় ২৯ বছরের পৌরহিত্য জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে ডায়োসিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডায়োসিসান বোর্ড অফ সোশ্যাল সার্ভিসের কো-অর্ডিনেটর এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ছিলেন এবং গভর্ণিং বডির ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন বর্তমানে।

রামজী মেমোরিয়াল চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস ও প্রধান গেট ও বাউন্ডারী ওয়াল উদ্বোধন

গত ২৫ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে জিয়াদারগোট পাস্টোরেটের অধীন রামজী মেমোরিয়াল চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস ও প্রধান গেট ও বাউন্ডারী ওয়াল উদ্বোধনের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে মাননীয় বিশপ মহাশয় তার সুন্দর বাক্যর মধ্য দিয়ে সকলকে আত্মিকভাবে জাগরিত করেন। খৃষ্টীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দুপুরে আহার গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পি আই সি রেভারেন্ড ড. সুরোজিৎ সরকার।

DYFC ইউথ ওলেম্পিয়াড ও ফেস্টিভ্যাল

গত ১৮ – ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ইউথ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হলো মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর নির্দেশে ও সুঅনুপ্রেরণায় ওলেম্পিয়াড ও ফেস্টিভ্যাল দমদম সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ কম্পাউন্ডে। সকাল ১১ টায় ক্যাম্পের শুভ সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন নাচ গান প্রদর্শনের দ্বারা। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি তাঁর বক্তব্যতে বলেন – যুবক-যুবতীরা যেন তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকেন ও সামনে এগিয়ে যেতে হবে এই বিষয়ে শিক্ষা দেন ও যুবক-যুবতীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে আরো বাড়ানোর জন্য তিনি সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছেন। তারপরে প্রধান অতিথি বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং যুব প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি খেলাধূলাতে গুরুত্ব দেবার নির্দেশ তিনি দেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শ্রী হীরক মন্ডল (রেক্টর দমদম SSS)। দ্বিতীয় দিন সকলে উপাসনা পরিচালনা করেন রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল এবং উপস্থিত হন রেভারেন্ড ডেভিড রায় (প্রেসিডেন্ট BDC), শ্রী সুকল্যাণ হালদার (সেক্রেটারী BDC)। প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। কলকাতা ডায়োসিস ও বারাকপুর ডায়োসিসের ইউথদের মধ্যে একটি ফুটবল প্রীতি ম্যাচ হয়। বারাকপুর ডায়োসিস জয়ী হয়। পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান শেষ হয়। মোট ৩২০ জন যুব প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

বিশপের রোম যাত্রা

কলকাতা ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এর পরিকল্পনায় ও উদ্যোগে রোম দর্শন ও তীর্থ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই তীর্থ যাত্রায় মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের পক্ষে গত ৬ তারিখ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত রোমকেন্দ্রিক বিভিন্ন পবিত্র বাইবেলীয় ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করার সাথে সাথে পবিত্র পোপের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাগত শুভেচ্ছা আশীর্বাদ গ্রহণ করার সাথে সাথে আমাদের ডায়োসিসের পক্ষেও শুভেচ্ছা জানান মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী।

বিশপের পত্র অনুযায়ী মগরাহাটে নতুন ধরনের ওয়ার্কশপ

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ রূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই তিনি ডায়িসিসান নিউজ লেটার 'টেল ইট আউট' এর মাধ্যমে প্রতি মাসে 'বিশপের পত্র' মারফৎ তিনি তাঁর মিশন ও ভিসন যেমন তুলে ধরেন তেমনি ডায়োসিসের জন্য সমাজ সংস্কারমূলক নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন। গত মাসে তিনি তাঁর পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন – "চার্চে মহিলারা কি করবেন, কোনপথে"। বারাকপুর ডায়োসিসের মগরাহাট পাস্টোরেটের পি আই সি রেভারেন্ড অজয় সরদার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে একটি মূল্যবান ওয়ার্কশপ করেন পাস্টোরেটের মহিলাদের নিয়ে। সেখানে তিনি মাননীয় বিশপের পত্রের উপরে আলোচনা ও ব্যাখ্যা রাখেন। এই অভিনব নতুন ধরনের উদ্যোগ নেবার জন্য মাননীয় বিশপ টেল ইট আউটের পক্ষে বিশেষ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কাচড়াপাড়া পাস্টোরেটে সারারাত্রি প্রার্থনা

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় গত ৩০ ও ৩১ তারিখে কাচড়াপাড়া পাস্টোরেটের ইমানুয়েল চার্চে অনুষ্ঠিত হলো সারা রাত ধরে গান প্রার্থনা। মাননীয় বিশপ আত্মিক উপদেশ দিয়ে সকল খৃষ্টভক্তগণকে হার্দিকভাবে জাগরিত করেন। প্রভুর ভোজ সম্পাদনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

২১ । আমাদের চাপড়া পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।। জনসন সন্দীপ

নদীয়া জেলায় প্রটেস্টান্ট মিশন কাজের সূচনা :

রেভারেন্ড ডীয়ারের কাজে খুশী হয়ে এবং তার রিপোর্ট অনুযায়ী চার্চ মিশনারী সোসাইটি (Church Missionary Society, CMS) ১৮৩২ খ্রী: কৃষ্ণনগরের দায়িত্ব দেয়। এই সময়ে নদীয়া জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে নীলকুঠীর মাধ্যমে নীল চাষ হত। গ্রামীণ জনগণ ছিল হতদরিদ্র এবং অশিক্ষিত।

রেভারেন্ড ডীয়ারের হাত ধরে নদীয়া জেলাতে সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু হয়। ১৮৩২ খৃ: চাপড়ার কাছে দীপচন্দ্রপুর (বর্তমানে মান্দিয়া বা মেদে) এর পাঁচজন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মানুষ আগস্ট মাসে বাপ্তিস্ম নেয় অর্থাৎ খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরাই নদীয়া জেলার প্রথম খৃষ্ট মন্ডলীর গাঁথনি। ১৮৩৬ খৃ: - ১৮৩৮ খৃ: পর্যন্ত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আরো ৩০ জন কৃষ্ণনগরে ধর্মান্তরিত হন। ১৮৩৮ খৃ: শেষাংশে জলঙ্গী নদীর পূর্বপারে খৃষ্টধর্মের প্রতি এক মহাআলোড়ন উদ্দীপনা তৈরী হয়। কৃষ্ণনগর, চাপড়া, রাণাবন্দ, ভবরপাড়া, শোলুয়া এবং আনন্দবাস প্রায় ১০ টি গ্রাম থেকে ৫৬০ জন খৃষ্টান হন এবং আরো ৩০০০ জন নিজেদের খৃষ্ট বিশ্বাসী বলে প্রকাশ করে। ১৮৩৮ খৃ: আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গে এক প্রবল বন্যা হয়। নদীয়া জেলার উত্তরাঞ্চলে এই বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে। পদ্মার জলের চাপে ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর দুকূল প্লাবিত করে বন্যার জল উত্তর নদীয়াকে ডুবিয়ে দেয়। অসংখ্য মাটির ঘরবাড়ি বন্যার জলে ধুয়ে মুছে যায়, গবাদি পশু জলের স্রোতে ভেসে যায়। মাঠের পাকা ধান জলের তলায় ডুবে গিয়ে পচে যায়। চাষীর ধানভর্তি গোলাও ভেসে যায়। তিন সপ্তাহের মধ্যে বন্যার জল নেমে গেলে সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। চারিদিকে রব ওঠে অন্ন নেই বস্ত্র নেই মাথা গোঁজার ঠাই নেই হাতে পয়সা নেই। অনাহারে মানুষজন অস্থিকঙ্কালসার হয়ে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালায় তারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। স্বচ্ছল চাষীরা মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে সামলে উঠতে পারেনি। সাধারণ দিন মজুর কৃষিজীবীদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রেভারেন্ড ডীয়ার অতিশয় দুখার্ত হলেন এবং সবিস্তারে উল্লেখ করে কলকাতার C.M.S. কর্তৃপক্ষকে নদীয়ার বন্যাক্লিষ্ট কৃষি ও শ্রমজীবী খৃষ্টানদের সাহায্য করার জন্য আবেদন করেন। C.M.S. এর কর্তৃপক্ষ সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে দ্রুতগতিতে নদীয়ার মিশনারীদের পাঁচ হাজার টাকা প্রেরণ করেন। এই টাকা হাতে পেয়ে মিশনারীগণ নৌকায় চাল ভর্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলের খৃষ্টান ও অন্যান্য খৃষ্টবিশ্বাসীদের চাল বিতরন করে খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। যাদের জমিজমা ছিল তাদের জন্য ধানের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন। যারা গৃহহীন হয়ে পড়েছিল তাদের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করলেন। খৃষ্টান পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য পরিধেয় বস্ত্র বিতরণ করতে লাগলেন। এইভাবে খৃষ্টীয় সহানুভূতি প্রকাশ করলেন মিশনারীগণ। চাপড়া মিশনের প্রথম সূচনা করেন রেভারেন্ড ডীয়ার এবং ইনি ১৮৩২ খ্রী: - ১৮৩৮ খ্রী: পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। ইনি চাপড়া অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে যেতেন প্রচার করার জন্য। চাপড়ার কাছে দীপচাঁদপুরের পাঁচ জন কর্তাভজা শ্রেণীর মানুষ সর্বপ্রথমে কৃষ্ণনগরে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আরো অনেকে গ্রহণ করেন এবং মোট সংখ্যা ছিল ৬৮ জন খৃষ্টান। ১৮৩৯ খ্রী: চাপড়া

বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন

চাপড়া ক্রাইষ্ট চার্চ, পুরাতন গীর্জা ১

চাপড়া ক্রাইষ্ট চার্চ, পুরাতন গীর্জা ২

মিশন কেন্দ্রের প্রথম ভারপ্রাপ্ত হন রেভারেন্ড চার্লস ক্রুকীবার্গ। ইনি উক্ত ৬৮ জনকে নিয়ে চাপড়া মিশনের খৃষ্টান সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। দীপচাঁদপুরের বর্তমান নাম মান্দিয়া বা মেদে। এই গ্রামের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন চন্ডী চরণ কর্মকার। গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই চাপড়া মিশনের প্রথম প্রচারক ক্যাটেখিস্ট বা পুরোহিত বলা যেতে পারে। ইনি রেভারেন্ড ক্রুকীবার্গের সহকারী নিযুক্ত হন। তিনি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন। ১৮৪৩ খৃ: স্বর্গপ্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন 'হে প্রভু আমাকে তোমার কাছে উঠাইয়া লও'। ১৮৪০ খৃ: রেভারেন্ড সি. এইচ. ক্লমহার্ট চাপড়ার মিশন বাড়ি (চার্চ বাংলো) নির্মাণ করেন। ১৮৪১ খৃ: বিশপ উইলসন ৩১শে মার্চ চাপড়া ক্রাইস্ট চার্চের ভিত্তিমূল স্থাপন করেন। ২-৩ বৎসর নির্মাণ করতে সময় লাগে। ১৮৪৩ খৃ: ২৫শে ডিসেম্বর চাপড়ার গীর্জাঘরের প্রথম উপাসনার মাধ্যমে উদ্বোধন হয়। ১৮৪১ খৃ: ৬ই আগস্ট চাপড়া মন্ডলীতে নদীয়া জেলার প্রথম C.M.S. কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বল্লভপুর, রতনপুর, শোলুয়া, কৃষ্ণনগর, কার্পাস ডাঙ্গা মিশন কেন্দ্রগুলি যোগ দেয়। রেভারেন্ড ক্রুকীবার্গের অদম্য চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এই সময়ে মন্ডলীর জনসংখ্যা অতি দ্রুত বাড়ছিল। ১৮৪৮ খৃ: C.M.S. এর জুবিলি বছর পালিত হয়। এই উপলক্ষে চাপড়াতেও পালিত হয়। বিশেষ উপাসনা সহ এবং অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। চাপড়া একটি দানশীল মন্ডলীতে পরিণত হয়েছিল জন্ম থেকেই। এই উপলক্ষে ঐ সময়ে ২১ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল। ক্রমশ চাপড়াতে খ্রীষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ১৮৪৯ খৃ: চাপড়ার গীর্জাঘর পুনরায় ভেঙে বড় করতে হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৮১৩ খৃ: চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতাকে একটি বিশপ শাসিত ধর্মাঞ্চলে (Diocese of Calcutta) গঠন করা হয়। Right Rev. Dr. F. T. Midleton ১৮১৪ খ্রী: কলকাতার প্রথম বিশপ নিযুক্ত হন। নদীয়া জেলা কলকাতা ডায়োসিসের অন্তর্গত ছিল প্রথম থেকেই। ১৮৫০ খৃ: C.M.S. এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় চাপড়া মিশনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন রেভারেন্ড সি. ক্রুকীবার্গ তিনি ১৮৩৯ খৃ: - ১৮৫৭ খৃ: পর্যন্ত এই মিশন পরিচালনা করেন। তিনি ও তার সহযোগী রেভারেন্ড পি. অ্যানসোরেজ ১৮৫০ খৃ: পর্যন্ত চাপড়া ও তার সন্নিহিত গ্রামগুলিতে ৫৫৮ জনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯২ জন। তারা এই অঞ্চলের ছেলেদের জন্য পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই বিদ্যালয় গুলিতে ১১২ জন ছাত্র ছিল। এইভাবে চাপড়াতে তারা স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং প্রথম চাপড়াতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মেয়েদের জন্য। এই বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৮ জন ছাত্রী ছিল। চাপড়াকে ঘিরে মিশনকাজ এর পরিধি বিস্তার লাভ করে হৃদয়পুর, ডোমপুকুর, আড়ংসরিষা, চারাতলা, আন্দুলিয়া, গোখুরাপোতা, পীতাম্বারপুর, হুদা, বৃত্তিহুদা, বাদলাঙ্গী, বাহিরগাছি,লক্ষীপুর, কালিনগর, সোনাতলা, বাগবেড়ে, চড়ুইটিপি, বাগমারা, পলিয়ানপুর, নারাণপুর, শিমূলিয়া, রাণাবন্দ, ভাতগাছি, গোঙড়া, পিঁপড়েগাছি, বেতবেড়িয়া, আলফা, ডুকুরিয়া, হাটখোলা, তালুকহুদা, ধুবুলিয়া, বানিয়াখড়ি এছাড়া ছোট ছোট অনেক অঞ্চলে। চাপড়ার পুরাতন সমাজ চিত্র ছিল খুবই দুর্দশাগ্রস্ত একটি জনজীবন। অশিক্ষা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, জাতবিচার, শ্রেণীভেদ প্রথা ছিল ভয়ঙ্কর। সমাজে মহাজন এবং জমিদারদের অত্যাচার ছিল প্রবল। সতীদাহ প্রথা ছিল। বেশীরভাগ মানুষের ধর্ম ছিল কর্তাভজা ও সাহেবধনী মতবাদ। দরিদ্র মুসলিমগণও বিভিন্ন বাউল মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষও ঐ সব গৌণ ধর্ম পালনে উৎসাহী ছিল। চাপড়া অঞ্চলের এই সদা বিরাজমান অন্ধকার সময়ে মিশনারীরা আলোর স্পর্শ দেন। আজকের আধুনিক চাপড়া অঞ্চল গঠিত হয় বা প্রতিষ্ঠিত হয় তা মিশনারীদের জন্যই কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছিল। চাপড়া অঞ্চলে তারা তাদের মিশন পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেন – শিক্ষা, মানবিক চেতনা, স্বসম্পদ তৈরী ও স্বনির্ভর হওয়া এই কটির উন্নয়নের জন্য তারা তাদের মিশন কাজ পরবর্তীতে পরিচালনা করেন। এই কাজ ছিল পাহাড়ের মত কঠিন দুর্গম। বিদেশী মিশনারীগণ প্রভু যীশুর কথা প্রচার করতে এসে তারা চাপড়ার জনজীবনের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। ধর্মান্তরকরণ বিষয়টি কখনও খুব সহজে হয়নি। মিশনারীদের ব্যবহারে ভালোবাসায় সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের খৃষ্টধর্মে যোগদানের বিষয়টি সেই সময়ে সমাজের প্রভাবশালী ধনী শ্রেণী তারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, সমাজচ্যুত, একঘরে, মিশনারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নানধরণের অভিযোগ সহ মামলা মোকদ্দমা করতে থাকে। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৪৯ খৃ: চাপড়ার চৌধুরী পরিবারের পূর্ব পুরুষ চিন্তামণি চৌধুরী ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের কূল পুরোহিত এর সন্তান। ইনি কৃষ্ণনগর ইংরাজী স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ইনি রেভারেন্ড ডীয়ারের কাছে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে নদীয়া জেলার রাজার নেতৃত্বে রেভারেন্ড ডিয়ার ও তার স্কুলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হয়। এই মোকদ্দমায় যেতেন রেভারেন্ড ডীয়ার। তখন প্রচার করা খুব সহজে হয়নি যেমন –

"Bahirgachee, 17th October : 1842, a Catechist writes to Mr. Blumhardt :- Yesterday I went to Bagbari, and I am sorry to inform you that the people (Christians) treated me very badly. When I went to them they said they will not come to the worship, and asked me to leave their place ; but I said the place is now ours and in no case I shall leave it now. Whether they come to worship or not ; but they came to beat me, and told me that baath yourself and I deprive them of the rupees which they should get from the committee."

১৮৫৪ খৃ: রেভারেন্ড ক্রুকীবার্গ চাপড়া অঞ্চলের যুবকদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বনির্ভর প্রকল্পের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন যেমন দড়ি তৈরী, ফুল, শাকসব্জির বাগান। কিন্তু এই চেষ্টা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিছুটা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে চাপড়া মন্ডলী এগিয়ে চলেছিল। ১৮৫৫ খৃ: রেভারেন্ড ক্রুকীবার্গ উল্লেখ করেন – "উপাসনাতে ক্রমশ সংখ্যা কমে যাচ্ছে আমি অবিরত পরিশ্রম ও নানরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও মন্ডলীর আত্মিকজীবন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। অনেকে আবার পূর্ব ধর্মে ফিরে যাচ্ছে"। ১৮৫৭ খৃ: কার্পাস ডাঙ্গা মিশনের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভারেন্ড শূর নদীয়া জেলার প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। এই সময়ে চাপড়া বড় মন্ডলীতে পরিণত হয়েছিল। এখানে ৮০ টি পরিবার বাস করত ১৬৬ টি ঘরে। এই বছরের ২৪শে ডিসেম্বর রেভারেন্ড ক্রুকীবার্গ চাপড়া থেকে বিদায় নেন সপরিবারে। তার মোট কার্যকাল ছিল ২৭ বছর। তিনি সফলতার সাথে চাপড়া মন্ডলীকে একটি বড় মন্ডলীতে পরিণত করেছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় চাপড়াতে ব্যয় করে নিজ দেশে ফিরে যান। এর মধ্যে রেভারেন্ড পি. সি. ক্রুকীবার্গের সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ২৪শে মে ১৮৫৪ খৃ: এবং এই শিশুটি মারা যায় ও সমাধিস্থ হয় ১৪ই এপ্রিল ১৮৫৬ খৃ:। চাপড়া সমাধিক্ষেত্রে আজও এই সমাধিটি জরাজীর্ণ ছিল পরে শ্রী সুভাষ সরকার, প্রাক্তন হেডমাস্টার সংস্কার করে দেন। ১৮৫৭ খৃ: রেভারেন্ড হেসেল চাপড়া মন্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি একজন কর্মোদ্যোগী মিশনারী ছিলেন। এই সময়ে চাপড়ার গীর্জা ঘরের সংস্কার সহ পুন: নির্মাণ শুরু হয় এবং ১৮৬০ খ্রী: গীর্জাঘরটির কাজ শেষ হয়। ১৮৫৯ খ্রী: রেভারেন্ড হেসেল চাপড়া মন্ডলীর তৎকালীন অবস্থা জানান পেরেন্ট কমিটিকে রিপোর্ট এর মাধ্যমে তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এই – 'ইংল্যান্ডের অর্থই এ জেলার মন্ডলীগুলির জীবন। আমার পূর্ববর্তী মিশনারীগণ তাদের সর্বাবস্থায় এইভাবে সাহায্য দিয়ে এসেছেন যে মিশনারী ছাড়া তারা সাংসারিক ও আত্মিক উভয় পক্ষে পঙ্গুর মত অচল। তাদের স্বচ্ছল ও স্বনির্ভরশীল করতে আমি সযত্নে সচেষ্ট আছি। অর্থ সাহায্য কম করে দিয়েছি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তাদের পিতা মাতার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী মানুষ করার পরামর্শ দিচ্ছি এবং চেষ্টা করছি। এতে অবশ্য এরা কেউ খুশী নয়। এদের স্বাবলম্বী করতে বহু দেরী হবে। ১৮৬৭ খৃ: চাপড়া মন্ডলীর ভার গ্রহণ করেন রেভারেন্ড শূর। ইনি কৃষকদরদী প্রজাবৎসল পুরোহিত ছিলেন। নদীয়ার নীল আন্দোলনে জেলার কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে নীল কুঠীর সাহেবদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর কোর্টে মোকদ্দমা লড়েন। চাপড়া অঞ্চলের দুর্দশা গ্রস্থ নীল চাষীদের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু। এই সময়ে কৃষ্ণনগর ছাড়া তিনি সকল মন্ডলীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি চাপড়াতে থাকাকালীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যেমন – তিনি একটি পাস্টোরেট ফান্ড স্থাপন করেন। পরের বছর মিশন স্কুল গুলির পরিদর্শনের জন্য একজন ইনস্পেকটর নিযুক্ত করেন। মন্ডলীর কাজ কর্ম স্থানীয় ক্যাটিখিস্ট দ্বারা পরিচালনা করেন। মন্ডলীতে সাধারণ সদস্যদের অধিকারের পক্ষপাতি ছিলেন। এই চাপড়া মন্ডলীতে স্বনির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭২ খৃ: রেভারেন্ড নীলে মন্ডলীতে প্রচারের উপরে বিশেষ জোর দেন। তিনি মনে করতেন চাপড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরো বেশী বেশী করে খৃষ্টের সুসমাচার প্রয়োজন। চাপড়া মন্ডলীতে তিনি বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন সাধন করেন। ১৮৭৫ খৃ: ইনি স্বদেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। ১৮৭৬ খৃ: রেভারেন্ড ডব্লিউ. এইচ. ব্ল্যাকেট রেভারেন্ড ই. কে. ক্লমহার্টের পরিবর্তে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশীয় ক্যাটিখিস্ট এবং পুরোহিত তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি কৃষ্ণনগরে ডিভিনিটি স্কুল বা ঈশতাত্বিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে পরবর্তী সময়ে চাপড়া মন্ডলীর বহু যুবক ঈশতাত্বিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পৌরহিত্য জীবনে পদার্পণ করেন। ১৮৭৭ খৃ: রেভারেন্ড ভন সুপারিনটেনডেন্ট চাপড়া মন্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮১ খৃ: C.M.S কে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তার থেকে সহজে বোঝা যায় চাপড়া মন্ডলীর সমাজ জীবন – "মন্ডলীর আত্মিক জীবন ভালো নয়। গীর্জা প্রার্থনায় লোকের ভক্তি নেই। রবিবার অমান্য করা একটি রোগ বিশেষ। কর্মচারীগণ অধিকাংশই শিথিল। শিক্ষার অভাব এবং পুরাতন জাতিপ্রথাই মন্ডলীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। হিন্দু ও মুসলমান খৃষ্টানদের মধ্যে সর্বদায় বিভেদভাব চোখে পড়ে। সকলের চাইতে 'মুচি খৃষ্টান' একেবারে অবজ্ঞার পাত্র ছিল। গীর্জাঘরের উপাসনাতে তাদের ঢুকতে দেওয়া হতনা এবং মুচি খৃষ্টান প্রভুর ভোজ নিতে গেলে অন্যরা সেইদিন প্রভুর ভোজ নিত না। হিন্দু খৃষ্টানদের সাথে মুসলমান খৃষ্টানের ছেলে অথবা মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যেত না পরস্পর মেনে নিতে পারেনি। এই সময় এই তিন শ্রেণীর জাতিভেদ প্রথা বর্তমান ছিল"।

চাপড়ার এই সমাজ চিত্র দেখে রেভারেন্ড ভন খুবই দুঃখিত ছিলেন এবং তিনি একজন দৃঢ়চেতা ও প্রচন্ড বুদ্ধিমান সুকৌশলী কর্মদক্ষ মিশনারী ছিলেন তাই তিনি মন্ডলীর সমাজ জীবন থেকে এই রোগ দূর করার জন্য প্রতি ছয় মাস অন্তর যে সভার প্রচলন ছিল সেখানে তিনি সকলকে একই সঙ্গে বসে ভোজন করার ব্যবস্থা করেন কিন্তু চাপড়া ও বল্লভপুরে এই নিয়ে বিশাল বিতর্ক তৈরী হয়।

রেভারেন্ড ভন তাদের এই বলে শিক্ষা দেন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে পূর্বের জাতপাত লুপ্ত হয়ে যায়। তারা তখন এক খৃষ্টীয় পরিবার ভুক্ত হয়ে ওঠে। তেজস্বী ধর্মবীর রেভারেন্ড ভন এর সহানুভূতি ধৈর্য ও প্রার্থনায় মন্ডলীতে পুরাতন স্বভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। ১৮৮২ খৃ: রেভারেন্ড ভন মালিয়াপোতার পুরাতন গীর্জাঘরটি নির্মাণ করেন যেখানে পরবর্তীতে পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়েছিল। একই বছরে ভবরপাড়ার গীর্জাঘরটি নির্মাণ করেন। ১৮৮২ খৃ: জানুয়ারী মাসে চাপড়া মন্ডলীতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি কলকাতায় চলে যান পরে এখানে ২১ শে জানুয়ারী তিনি চিরবিশ্রাম প্রাপ্ত হন। চাপড়ার সমাজ জীবনের পরিবর্তনের তিনি ছিলেন স্থপতি।

১৮৮২ খৃ: রেভারেন্ড এ. ক্লিফোর্ড চাপড়া মন্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইনি জ্ঞানী দয়ালু ও খুবই

দৃঢ়চেতা ছিলেন। মন্ডলীর সবরকম সংস্কারে তিনি ছিলেন বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন। এই সময় থেকে চাপড়া মন্ডলীতে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি হয়। কারণ এই সময়ে চাপড়া মন্ডলীতে আধ্যাত্মিক জাগরণ, আত্মিক সভা, খৃষ্ট কীর্তনের চর্চা, বাংলা খৃষ্ট সঙ্গীতে লোকসুর, লোক বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। চাপড়া মন্ডলীর বহু যুবক বৃন্দ পৌরহিত্য গ্রহণ করেন। চাপড়া মন্ডলীতে প্রতি পরিবারের ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে তার পুত্র হয় শিক্ষক অথবা পুরোহিত যেন হয়। এই মানসিকতা যদিও আগেও ছিল কিন্তু এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। চাপড়া মন্ডলীর এই পুরোহিত পরবর্তীতে ১৮৯২ খৃ: লক্ষ্ণৌ ডায়োসিসের প্রথম বিশপ হন। ১৮৮৩ খৃ: নদীয়া জেলায় এর ব্যাপক কর্মসূচী ছড়িয়ে পড়ে। মহিলাদের জন্য উন্নয়নমূলক নতুন নতুন কর্মসূচী এক একটি মিশন কেন্দ্রে গড়ে তোলা হয় জেনানা মিশনের মাধ্যমে। চাপড়া মন্ডলীও এই জেনানা মিশনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। চাপড়া মন্ডলীতে ১৮৮৫ খৃ: দেশীয় মহিলা, যুবতী, বাল্যবিধবা, বিধবা ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর গরীব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ১৮৮৬ খৃ: এই মন্ডলীতে নদীয়া জেলার প্রথম 'মহিলা প্রচারিকা শিক্ষা কেন্দ্র' বা (Bible Women Training Class) প্রতিষ্ঠিত হয়। চাপড়া অঞ্চলের প্রতিভাবান যুবতীগণ মহিলা প্রচারিকার শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সাড়া পড়ে যায়। এখান থেকে শিক্ষা শেষে তারা প্রচারিকার পেশা ও জীবন বেছে নেন। এই প্রচারিকাগণ চাপড়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে খৃষ্ট কথা প্রচার করতেন। চাপড়ার প্রথম মহিলা প্রচারিকা কুসুম কুমারী মল্লিক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তার সঙ্গীত পরিবেশন ও প্রচারের জন্য। নদীয়া জেলায় খৃষ্ট কীর্তনের পৃষ্ঠপোষক রেভারেন্ড হেনরী উইলিয়াম এর স্ত্রী মিসেস উইলিয়াম এই শিক্ষা কেন্দ্রের দেখভালের (Supervisor) দায়িত্বে ছিলেন। মিসেস পার্সনস ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসেন সঙ্গে করে তার বোন এর মেয়েকে। এরা উভয়ে এই শিক্ষণ কেন্দ্রের তদানীন্তন ইনচার্জ ছিলেন মিসেস ঘোষ। ইনি ওদের দুইজনের মূল্যবান সাহায্য পান। এই কেন্দ্রের মূলত কাজ ছিল দরিদ্র মহিলা এবং বৃদ্ধাদের কাছে বাইবেল প্রচার করা। যদিও একাজ ছিল খুব কঠিন কারণ এখানে দয়ালু নম্র ধীরতার প্রয়োজন ছিল বেশী। প্রতিদিন শ্রোতাদের কাছে ধীরে ধীরে বাইবেল পড়ে শোনাতে হত। মাঝে মাঝে এরা বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি করত বিশেষত বৃদ্ধাদের কাছে এই সমস্যা বেশী তৈরী হত। ভালো শ্রোতাদের তালিকা তৈরী করে রেজিস্টারে রাখা হত। পাশাপাশি অন্যদিকে যেসব মহিলা প্রচারিকাগণ সামান্য ইংরাজী জানতেন তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচারের সময়ে সঙ্গে ওষুধ নিয়ে যেতেন। সাধারণ অসুখ বিসুখের জন্য তারা ওষুধ দিতেন যেমন – সর্দি, কাশি, জ্বর, বিভিন্ন ব্যাথা যন্ত্রণা, চর্মরোগ প্রভৃতি। বর্তমানে স্বর্গীয় সুব্রত মন্ডলের (ইন্টু) বাড়ীটিতে ছিল চাপড়ায় C.E.Z.M.S. এর কার্য্যালয়। এই বাড়ীতে শুরু করা হয় বিধবাদের জন্য বিধবা আবাসন বা Widows Home। মিসেস অ্যাডাম এই হোমের ইনচার্জ ছিলেন। তিনি হোমের বিধবাদের ট্রেনিং এর কাজ কর্ম দেখাশোনা ছাড়াও চাপড়ার আশে পাশের অঞ্চলে যেতেন পরিদর্শনে। বিশপ এড্ওয়ার্ড র‍্যালফ জনসন নদীয়া পরিদর্শনের সময় চাপড়া মন্ডলী পরিদর্শন করেন। এই সময় তিনি মিসেস পার্সনসের প্রচারিকা ট্রেনিং স্কুল এবং বিধবা হোম দেখে তিনি মন্তব্য করেন – "The wonderful improvement effected during the last five or six years shows how much depends upon wise systematic supervision and mutual confidence. There is now no more hopeful and interesting mission in North India than that in the Nadia District". ১৮৮৬ খৃ: নদীয়া জেলার চেয়ারম্যান বা সুপারিনটেনডেন্ট হন খ্যাতনামা বাঙালী প্রচারক রেভারেন্ড পিয়ারী মোহন রুদ্র। তার কর্মদক্ষতায় C.M.S. কর্তৃপক্ষ নদীয়া জেলার দায়িত্ব দেন। ইনিও তার কার্যস্থান চাপড়াকে বেছে নেন। এই সময়ে চাপড়া মন্ডলীর ক্যাটিখিস্ট ছিলেন খেয়াল চন্দ্র তরফদার (ইনি ছিলেন প্রথম বাঙালী বিশপ শিশির কুমার তরফদারের পিতা)। ইনি সদ্য আগত রেভারেন্ড রুদ্রকে বিশেষ সুপরামর্শ ও মূল্যবান সহযোগিতা করেন। তার বিশ্বস্ত কর্মদক্ষতায় রেভারেন্ড রুদ্রকে আশ্চর্য করেছিল এবং চাপড়া মন্ডলীতে সার্বিক উন্নয়নের জোয়ার তৈরী হয়। বিশেষত সঙ্গীত, শিক্ষা, নাটক, সামাজিক, নারী শিক্ষা, সমাজসেবা বিষয়ে। তিনি নিজে ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ সুপন্ডিত ও দক্ষ প্রশাসক এবং সর্বোপরি একজন সঙ্গীতকার। তাঁর রচিত বাংলা খৃষ্ট সঙ্গীতগুলি অতি চমৎকার। তিনি চাপড়া মন্ডলীতে অনেক সঙ্গীত রচনা করেন এবং এই সময়ের বেশ কয়েকটি গান আজও ধর্মগীতের মাধ্যমে মন্ডলীর উপাসনাতে ব্যবহৃত হয়। এই সময়ে চাপড়াতে খৃষ্ট কীর্তনের চর্চা বৃদ্ধি পায় এবং চাপড়া মন্ডলীতে খৃষ্ট সঙ্গীত রচনার চর্চা বাড়ে। এই সময়ে নদীয়া জেলার খ্যাতনামা বোর্ডিং স্কুলটি তিনি চাপড়াতে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯১ খৃ: বোর্ডিং স্কুলের উন্নতি ও ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পাওয়ায় রেভারেন্ড পার্সনস অনুভব করেন একজন ইউরোপীয়ান মিশনারী এটির দেখভালের দায়িত্ব নিলে আরো উন্নতি হবে। কেননা এখানে নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম এবং চাপড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে বহু ছাত্র এই বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। রেভারেন্ড পার্সনস, রেভারেন্ড ই. টি. বটলার, রেভারেন্ড লিফিবার এরা সকলে এর উন্নতিতে মনোযোগী হয়। অবশেষে রেভারেন্ড সি. এইচ. ব্র্যাডবর্ণকে এর প্রিন্সিপাল নিযুক্ত করা হয়।

১৮৯৪ খৃ: রেভারেন্ড ব্র্যাডবর্ণ চাপড়া বোর্ডিং স্কুলের দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। যার সৌন্দর্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইনি চাপড়াতে প্রথম বৈদ্যুতিক আলো বা ইলেক্ট্রিক লাইট ব্যবহার করেন। কথিত আছে ধনী শ্বশুরের অনুরোধে ইংল্যান্ড থেকে পাঠানো হয় ডায়নামো যা দিয়ে ব্যাটারী চার্য করে এই মিশন বাড়ী এবং ছাত্রাবাসে আলোর ব্যবস্থা করেন। এই বিশাল ডায়নামো দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও S.E.D.P. এর ফার্ম হাউসের গেটের কাছে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। রেভারেন্ড ব্র্যাডবর্ণ চাপড়া অঞ্চলের যুবক যুবতীদের জন্য আধুনিক কারিগরি শিক্ষার প্রচলন করেন। শুধুমাত্র নদীয়া জেলাতে নয় পশ্চিম বাংলাতেও প্রথম 'টেকনিক্যাল স্কুল' চাপড়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ফিটার, টার্নার, কার্পেন্ট্রি, উইভিং, আমব্রেলা মেকিং, চক্, ফিনাইল তৈরী করা শেখানো হত। নদীয়া জেলার বল্লভপুর, রতনপুর, ভবরপাড়া, কার্পাসডাঙ্গা, মেহেরপুর, যোগিন্দা, কুষ্টিয়া অঞ্চলের বহু যুবক দলে দলে এই স্কুলে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের সরকারি বেসরকারি কলকারখানায় চাকরী পেতে থাকে এবং চাপড়া মন্ডলীর ৯০% যুবক চাকরী প্রাপ্ত হন এবং চাপড়া মন্ডলী ধনী মন্ডলীতে পরিণত হয়। প্রতি পরিবারে চাকরী প্রাপ্ত যুবকের তথ্য পাওয়া যায়। এগ্রিকালচার ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন এর মাধ্যমে আধুনিক সম্মতভাবে যাতে গ্রামীণ কৃষকগণ কৃষিকাজ করে কৃষিতে উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এছাড়াও এখানে গোপালন, পোলট্রি, ফার্মিং উচ্চহারে ফসল উৎপাদনের শিক্ষা দেওয়া হত। চাপড়া গীর্জাঘরের কিছু অংশ ভেঙে আবার বড় করা হয় এবং সুশোভিত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। চাপড়া মন্ডলীতে সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন তার ফলশ্রুতিতে চাপড়া মন্ডলীতে আর্থিক উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যায়। বিভিন্ন পেশায় যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেন। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সাথে তিনি মেঝেয় বসে ডালভাত খেতেন। সহজ সরল জীবনধারায় তার যোগ্য সহধর্মিনী ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি যে কোন কাজ রেল ইঞ্জিনের গতি ও শক্তিতে করতেন। ১৮৯৭ খৃ: নদীয়া জেলাতে প্রথম চাপড়া টেকনিক্যাল স্কুলের ৩০ জন ছাত্র প্রথম কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপে চাকরীতে যোগ দেন। এদের মধ্যে বেশীরভাগ ছিলেন চাপড়া মন্ডলীর যুবক। এই লেখকের পিতাও ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন এবং রেলওয়েতে চাকরী গ্রহণ করেন। মিসেস ক্র্যানসুইক চাপড়া মন্ডলীতে স্থানীয় মহিলাদের উন্নয়নের জন্য 'নারী মঙ্গল সমিতি' স্থাপন করেন। খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলাগণ এই সমিতিতে যোগ দেন। 'শিশু মঙ্গল সমিতি' স্থাপন করে শিশুদের উন্নয়ন জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য এই কর্মসূচী দুটি C.E.Z.M.S. এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৩০ খৃ: চাপড়া মন্ডলীর ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত হন রেভারেন্ড আর. কে. বিশ্বাস। ১৯৩২ খৃ: টি হচ্ছে চার্চ মিশনারী সোসাইটির ইতিহাসে সব চাইতে স্মরণীয় বছর। এই বছরে নদীয়া মিশনের বয়স ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছিল। এই বছরের ২৬ শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৪ খৃ: ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত শতবার্ষিক মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। এই উৎসবের নাম ছিল Board of Organiser of the All India Centinary এবং এই উৎসবের সেক্রেটারী হন চাপড়া মন্ডলীর সুসন্তান বিশপ শিশির কুমার তরফদার (তখনও বিশপ হননি)। ২৪.৬.৫২ খৃ: চাষের উপযুক্ত জমি চাষীদের মধ্যে ভাগবন্দবস্তে বিলি হয়। প্রথম সুযোগ গ্রামবাসীদের দেওয়া হয়। ডেনাইট বাতি কেনা হয় যেহেতু কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। পুণ্য সপ্তাহের সন্ধ্যার উপাসনা সুষ্ঠভাবে যাতে হয়। ৭৭ টাকায় পেট্রোম্যাক্স বাতি কেনা হয় শ্রী সলিল বিহারী মন্ডলের দায়িত্বে। এই বছরে চাপড়াতে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আয় ব্যয় রেভারেন্ড যোনাথন মন্ডল দাখিল করেন। গ্রাম থেকে নগদ আয় ৮৩ টাকা, ডেলিগেট বাবদ নগদ আয় ৩৯ টাকা। উদ্বৃত্ত চাল ডাল বিক্রি বাবদ ২০ টাকা। মোট জমা ১৪২ টাকা, খরচ – ১৫১ টাকা। ১৯৫৩ খ্রী: থেকে ১৯৫৭ খ্রী: পর্যন্ত চাপড়া গীর্জায় মোট ৩৬ টাকা বিবাহ বাবদ আয় হয়। গীর্জা মেরামত বাবদ প্রতি বিবাহ থেকে ১ টাকা করে আরো ৩৬ টাকা। নৈহাটীর এক হিন্দু মহিলা গীর্জার জন্য ৬ টাকা দান করেন। মোট জমা ৪২ টাকা। খরচ – গীর্জা ঘরের বাঁশকাটা – ১৯ টাকা। অলটার এর জন্য গজাল ও কমপাউন্ড পরিষ্কার ২ টাকা। ছাদ পরিষ্কার ২ টাকা। বেঞ্চ মেরামত ৪ টাকা। বেঞ্চ বসান ১১ টাকা। গীর্জার দরজা মেরামত ৫ টাকা। ঘন্টা মেরামত ৫ টাকা। মোট খরচ ৫২ টাকা। জমা বাবদ অতিরিক্ত খরচ ১০ টাকা। প্রভুর ভোজের দান ৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৭১ টাকা জমা। মোট খরচ ৮৬ টাকা। অতিরিক্ত খরচ ১৫ টাকা। জুন মাস পর্যন্ত বাঁশ বিক্রির হিসাব ৮৩ টাকা। ১৯৭০ খৃ: এই বছর থেকে চার্চ ডিউস সংগ্রহের প্রচলন হয়। প্রতি সদস্যের কাছ থেকে ১০ পয়সা চার্চ ডিউস নেওয়া শুরু হয়। সারা বছর কবর স্থান পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে যুবক সংঘ। কবরস্থান ঘেরার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে বিশপ ব্রায়ানকে ফেয়ার ওয়েল দেওয়া হয়। খৃষ্টের রাজমহিমা উৎসব উপলক্ষে যুব সংঘের ছেলেরা বিচিত্রানুষ্ঠান করেন। ক্যাটেখিস্ট গিরীন মন্ডল চাপড়ায় আসেন। চাপড়া চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া (C.N.I) এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশপ দীনেশ চন্দ্র গড়াই দায়িত্ব নেন। ১৯৭৩ খৃ: - ছোট ছোট মন্ডলীগুলি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তার জন্য বিশপ ডি. সি. গরাইকে অনুরোধ করা হয় যেন ঐ স্থানের ক্যাটেখিস্টদের আরো কিছু দিন রাখেন। ১৯৭৪ খৃ: কবরস্থানের প্রাচীর দেওয়ার জন্য গ্রামের কৃষকগণ যাদের গরুর গাড়ী আছে তারা দুই গাড়ী করে বিনা খরচে বালি এনে দেন। পূজার ছুটিতে বাইবেল শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরে চাপড়াতে ডায়োসেসান কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা হয়। যিহিস্কেল মোল্লাকে গীর্জার পূর্ব ও পশ্চিম বাগানের জমি চাষ করতে দেওয়া হয় বছরে ২০ টাকা চুক্তিতে। ১৯৭৫ খৃ: ১১ জন দুঃস্থ মহিলাকে শশীবালা ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। মন্ডলীর কীর্তনদল গঠনে ও বাদ্যযন্ত্র কেনার জন্য মনোরঞ্জন দে ১০০ টাকা দান করেন। রাজমহিমা উৎসবে যুবসংঘের ছেলেমেয়েরা বিচিত্র অনুষ্ঠান করে এবং 'ছোট্ট নগরী বেথলেহেম' নামক নাটক অভিনীত হয়। 'মন্ডলীর দায়িত্ব গ্রহণ' বিষয়ক ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই ট্রেনিং দেন শ্রী সলিল বিহারী মন্ডল। ১৯৭৬ খৃ: - বাইবেল ট্রেনিং গ্রহণ করেন শ্রী অনুপ গুহ (চাপড়া), শ্রী রূপচাঁদ সরকার (ডোমপুকুর), শ্রী সুভাস সরকার (রাণাবন্ধ)। ১৯৮৬ খৃ: Day School Project এর নার্সারী স্কুল চার্চ থেকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৫৬ জন শিক্ষিকা ৫ জন ছিল। এই ফার্ম হাউসে কিং এডওয়ার্ড স্কুলের প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে C.C.F. বারাকপুর ডায়োসিসের প্রতিষ্ঠান Chapra Day School Project এর পরিচালনায় একটি নার্সারী স্কুল খোলার প্রস্তাব দেয়। তদানীন্তন বিশপ গরাই ঐ স্কুল উপাসনালয়ে খোলার অনুমতি দেয়। ১৯৮৭ খৃ: চাপড়া

এবং মন্ডলীর বিভিন্ন জায়গায় গুডফ্রাইডে ও পুনরুত্থানের উপাসনা পরিচালনা করেন যুবসংঘের যুবক যুবতীগণ। চার্চের স্থায়ী মাইক সেট দান করেন শ্রী শশাঙ্ক দে। চার্চ কম্পাউন্ডে নারকেল গাছ লাগানো হয়। এই বছরে পারিবারিক সমীক্ষার কাজ যুব সংঘের ছেলেরা করে। বৃক্ষরোপণ উৎসব পালিত হয়। ১৯৮৮ খৃ: বিশিষ্ট নাট্যকার অভিনেতা ও মন্ডলীর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রী শুদ্ধধন বিশ্বাস প্রভুতে নিদ্রিত হন। বড়দিনের সময় মিস ক্যাথলিন সি নেভিলের স্মৃতি রক্ষার্থে শ্রী প্রভাত রঞ্জন বিশ্বাস, নরেন সাহা, যোষেফ মল্লিক, দান করেন – ১টি এমপ্লিফায়ার, ৪টি স্পিকার, ৪টি মাইক্রোফোন। ১৯৯২ খৃ: বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রাইরী ২৭শে জানুয়ারী মন্ডলী পরিদর্শনে আসেন। উইলিয়াম রাইরীর পিতা রেভারেন্ড রাইরী এই মন্ডলীর পুরোহিত ছিলেন। এই সঙ্গে ভগ্নী মনা রাইরী আসেন। ১৯৯৫ খৃ: বড়দিন উপলক্ষে যুব সম্পাদক সন্দীপ মন্ডল বাড়ী বাড়ী গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে। সান্ডে স্কুল এর সুপার অনুপ গুহ একটি লটারী প্রতিযোগিতা করে এবং সাফল্যের সাথে সুন্দর হয়। শ্রী প্রাণধন খাঁ তার পুত্র প্রণব খাঁনের স্মৃতি রক্ষার্থে Pranab Khan Endowment Fund গঠন করেন ও পাস্টরেট কমিটি দেখভালের দায়িত্ব পান এবং ৫০০০ টাকা দান করেন। এই টাকার সুদ থেকে বস্ত্র কেনা হবে দরিদ্র মানুষের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ২০০০ খৃ: - এই বছরে নদীয়া জেলাতে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। কলকাতার বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা সাহায্য দান করেন। মন্ডলীর সভ্য সন্দীপ মন্ডল এই সময়ে বেঙ্গল ক্রীশ্চান কাউন্সিলের যুব সম্পাদক রূপে তিনি সমগ্র নদীয়া জেলাতে ত্রাণ সাহায্য পাঠান।

সেন্ট মার্টিন চার্চ, রাণাবন্ধ, ১৮৪৪

বর্তমান বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাণাবন্ধ গ্রামে প্রথম ২৯শে অক্টোবর ১৮৩৯ খৃ: ২৫০ জনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন মেট্রোপলিটান বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন (কলকাতা ডায়োসিস) ও রেভারেন্ড উইলিয়াম জেমস ডীয়ার (কলকাতা ডায়োসিস)। রেভারেন্ড ডীয়ার প্রথম এই রাণাবন্ধ গ্রামে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন ঝড়জল, তীব্র গরম ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি তুচ্ছ করে। তিনি পায়ে হেঁটে ঘোড়ায় চেপে এসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন। রাণাবন্ধ স্থাপিত হয় মাটির গীর্জাঘর। এই রাণাবন্ধ গ্রামকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন গ্রামগুলিতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে বহু খৃষ্টান জনপদ বিকাশ লাভ করে যেমন ভাতগাছি, গোংড়া, রাজীবপুর, মহাখোলা। হাটখোলা গ্রামের একটি পরিবার ও ডুকুরিয়া গ্রামের একটি পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। শিকড়া গ্রামেও অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। রাণাবন্ধ গ্রামে বর্তমানে যে পাকা গীর্জাঘরটি আছে এটি ১৮৮২ খৃ: নির্মিত হয়েছিল এবং রেভারেন্ড জন ভন এটি নির্মাণ করেন। রাণাবন্ধ গ্রামের সুসন্তান রেভারেন্ড অশোক মন্ডল পাদরী হন। এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশের অধীন জয়পুর, বাঘাডাঙ্গা গ্রামগুলিতে খৃষ্টান জনপদ গড়ে ওঠে। এছাড়াও নারায়ণপুর ও পিঁপড়েগাছি ও দুটি গ্রামেও খৃষ্টান জনপদ গড়ে ওঠে। নারায়ণপুর গ্রামের সুসন্তান রেভারেন্ড সত্যেন্দ্রনাথ সরকার পাদরী হন। ইনি কলকাতায় সেন্ট জর্জেস চার্চ প্রতিষ্ঠা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ইমানুয়েল চার্চ, তালুকহুদা, ১৮৪৫

এই গ্রামে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন রেভারেন্ড উইলিয়াম জেমস ডীয়ার এবং রেভারেন্ড চার্লস ক্রুকীবার্গ। রেভারেন্ড ক্রুকীবার্গ ১৮৪৪ খৃ: ২৪শে জানুয়ারী মাসে অরিস ও সুদাস ও তাদের কন্যা দিরপো কে ধর্মান্তরিত করেন। ১৮৪৫ খৃ: মাটির গীর্জাঘর তৈরী হয়। পরবর্তীতে এই গ্রামের সুসন্তান প্রথম বাঙালী বিশপ শিশির কুমার তরফদার ১৯৪৪ খৃ: প্রথম পাকা গীর্জাঘর তৈরী করে দেন এবং নামকরণ তিনি নিজেই করেছিলেন "ইমানুয়েল চার্চ"। এই মন্ডলীর ডা: যতীন খান একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও খৃষ্টবাউল পদকর্তা ছিলেন।

সেন্ট আগস্টিন চার্চ, চারাতলা, ১৮৪৬

চারাতলা গ্রামে প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন চার্চ মিশনারী সোসাইটির মিশনারী রেভারেন্ড চার্লস ক্রুকীবার্গ। তাঁর প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে চারাতলা গ্রামে প্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন সাধুচরণ নামক তাতি ও তার স্ত্রী ভুবন। এদের শিশুকন্যা মোহী'র জন্ম ১৮৫৫ খৃ: এবং একে দীক্ষা দেন ১৮৫৭ খৃ: ১৯শে এপ্রিল আরো অনেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে মাটির গীর্জাঘর ১৮৪৬ খৃ: তৈরী করা হয়। বর্তমানে যে পাকা গীর্জাঘর আছে সেটি রেভারেন্ড হিকিন বোথাম নির্মাণ করেছিলেন ১৯১৪-১৯৩০ এর মধ্যে।

সেন্ট মত্তথীয় চার্চ, বহিরগাছি, ১৮৪৪

রেভারেন্ড উইলিয়াম জেমস ডীয়ার ও রেভারেন্ড চার্লস ক্রুকীবার্গ এখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। ২৯শে অক্টোবর ১৮৩৯ খৃ: বিশপ ড্যানিয়েল উইলসন বহু হিন্দু ও মুসলিম ধর্মত্যাগীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। ১৮৪৪ খৃ: মাটির গীর্জাঘর তৈরী হয়। অনেক পরে চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১০০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের বছরে পাকা গীর্জাঘর তৈরী হয় ১৯৩২ খৃ: এবং নাম রাখা হয় ' সেন্ট মত্তথীয় চার্চ'। অ্যাংলিকান সময়ে কলকাতা ডায়োসিসের অন্তর্গত একটি প্যারিশ ছিল। বহিরগাছিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী লক্ষীপুর, চড়ুইটিপি, পলিয়ানপুর, বাগবেড়িয়া, নারায়ণপুর, পিঁপড়াগাছি গ্রামে মিশন কাজ পরিচালিত হত। এই গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রী সত্রাজীৎ মন্ডল কৃষ্ণনগরে সি এম সি সেন্ট জন'স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ও জাতীয় শিক্ষক রূপে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। রেভারেন্ড অনুপ মন্ডল এই গ্রামের প্রথম পাদরী হন। লক্ষীপুর গ্রামের সুসন্তান রেভারেন্ড শিরিষচন্দ্র মন্ডল পাদরী হন। বহিরগাছি গ্রামের বিশিষ্ট খৃষ্ট প্রচারক ক্যাটেখিস্ট ছিলেন – বিভূদান মন্ডল।

চাপড়া ক্রাইষ্ট চার্চ বর্তমান গীর্জা

সেন্ট মত্তথীয় চার্চ, বহিরগাছি

সেন্ট আগস্টিন চার্চ, চারাতলা

ইমানুয়েল চার্চ, তালুকহুদা

সেন্ট মার্টিন চার্চ, রাণাবন্ধ

চাপড়া মিশন ইনচার্জদের তালিকা

C.M.S এর কলকাতা ডায়োসিস ১৮৩২ – ১৯৫৬ (1832 – 1956)

1.Rev. W. J. Deere	1841
2.Rev. Kruckeberg	1842
3.Rev. Samuel Hasell	1858
4.Rev. Timothy Schurr	1867
5.Rev. S. Neele	1873
6.Rev. E. K. Blumhart	1876
7.Rev. J. Vaughan	1878
8.Rev. A. Clifford	1882
9.Rev. P. M. Rudra	1886
10.Rev. G. H. Parsons	1889
11.Rev. C. H. Bradburn	1892
12.Rev. V. V. Kamcke	1906
13.Rev. F. N. Didsbury	1911
14.Rev. J. H. Hickinbotham	1914
15.Rev. R. K. Biswas	1930
16.Rev. G. F. Cranswick	1935
17.Rev. A. M. Biswas (Ast.)	1935
18.Rev. S. Biswas	1937
19.Rev. P. J. Heaton	1938
20.Rev. Sushil Chatterjee (Ast.)	1938
21.Rev. J. E. Jones	1940
22.Rev. Motilal Mullick (Ast.)	1940
23.Rev. probodh kumar Biswas	1942
24.Rev. F. Ryrie	1943
25.Rev. C. L. Lloyd	1944
26.Rev. Jogendranath Biswas	1944
27.Rev. J. E. Jones	1945
28.Rev. Jonathan Mondal	1947
29.Rev. H. D. B. Harford (Ast.)	1947
30.Rev. Rabindranath Biswas	1956

রেভারেন্ড সুভাষ পাত্র

রেভারেন্ড নিলাঞ্জন বিশ্বাস

CIPBC বারাকপুর ডায়োসিসের অন্তর্গত 1956 - 1970

31.Rev. Nityaprasad Mondal	1958
32.Rev. Nityananda Sarkar (Ast.)	1958
33.Rev. Shirish Ch. Mondal (Ast.)	1962
34.Rev. Pratul Ch. Ari	1966
35.Rev. Rabindranath Biswas	1967

CNI বারাকপুর ডায়োসিসের অন্তর্গত 1970 - বর্তমান

36.Rev. Hiralal Halder	1971
37.Rev. Sadhan Mondal (Ast.)	1971
38.Rev. Sudhansu Kr. Ghosh	1972
39.Rev. Nilmoni Mondal	1974
40.Rev. Brojen Malakar (Ast.)	1978
41.Rev. Pratul Ch. Ari	1981
42.Rev. Honok Mondal	1987
43.Rev. Girindra Mondal	1989
44.Rev. Dn. Dipankar Halder (Ast.)	1990
45.Rev. Dn. Subrata Chakrabarty (Ast.)	1993
46.Rev. Debotosh Halder (Ast.)	1995
47.Rev. Miron Mondal	1996
48.Rev. Subrata Chakrabarty	2002
49.Rev. Tapas Biswas	2004
50.Rev. Manas Kr. Rong	2006
51.Rev. William Prakriti Mondal (Ast.)	2006
52.Rev. Sujoy Kr. Biswas (Hon. Ast.)	2006 – Present
53.Rev. Arabinda Mondal	2008
54.Rev. Tapas Biswas (Ast.)	2008
55.Rev. Tapas Biswas	2008
56.Rev. Anup Kr. Lee	2010 – 2016
57.Rev. Swapan Mondal (Ast.)	2009 – 2014
58.Rev. Subhas Patra (Ast.)	2014 – 2016
59.Rev. Nilanjan Biswas (Hon. Ast.)	2015 – Present
60.Rev. Dn. Suman Mondal (Ast.)	2016 – 2017
61.Rev. Suman Mondal (Ast.)	2017 – 2018
62.Rev. Dn. Samuel Kundu (Ast.)	2016 2020
63.Rev. David Roy	2016 2018
64.Rev. Subhas Patra (Ast.)	2017 2018
65.Rev. Tapas Biswas	2021
66.Evn. Surajit Dey (Ast.)	2021 Present
67.Rev. Subhas Patra	2023 Present

রেভারেন্ড সুজয় কুমার বিশ্বাস

ইভানজেলিষ্ট সুরজিৎ দে

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India
Office Phone No- +913325920147; Email: tellitout@rediffmail.com
+917501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in
The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
Printer : William Carey Press, Barrackpore